দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 21 2002

এসএসসির প্রশ্নপত্রে একের পর এক ভুলে পরীক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন

শরিফুজ্জামান পিন্টু

একের পর এক ভুল ও বিভ্রান্তিতে দেশের লাখ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থী এখন উদ্বিগ্ন, অসহায়। স্পর্শকাতর এসব ভুলের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা বোর্ডগুলো একেবারে নীরব। গত ১৪ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এসএসসি পরীক্ষায় প্রত্যেক দিন কোন না কোন বোর্ডের প্রশ্নপত্রে এক বা একাধিক ভুল পাওয়া যাচ্ছে। আগামী পরীক্ষাগুলোতেও যে ভুল থাকবে সেই আশঙ্কা এখন পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের। সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হয়েছে ঢাকা বোর্ডে, হিস্যাব বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ২০ নম্বরের

মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড নীরব

একটি প্রশ্নে। ঢাকা বোর্ডের সামাজিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় বুধবারও তিনটি প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষার্থীরা বিভ্রান্তিতে পড়ে। সিলেট বোর্ডের প্রশ্নপত্রে পর পর তিন দিন ভুল ধরা পড়েছে। এসব ভুলের কারণে অসংখ্য পরীক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত গ্রেড পাবার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ও সন্দিহান হয়ে পড়েছে।

একের পর এক এসব ভুল ধরা পড়া সম্পর্কে কথা হয় ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহম্মদ জুনাইদের সঙ্গে। তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র যেভাবেই ছাপা হোক এখন কারও কিছু বলার নেই। পরীক্ষা শেষে বোর্ডের একটি কমিটি এসব বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। তখন ঠিক হবে

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

এসএসসির প্রশ্নপত্রে (প্রথম পাতার পর)

কি করা যায়। এক প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, কমিটির সিদ্ধান্ত সাধারণত পরীক্ষার্থীদের ফেভারেই যাবে। কারণ তাদের কোন দোষ নেই। তাই শুদ্ধ বা ভুল যাই লিখুক ভুল প্রশ্নের নম্বর তাদের দেয়া হবে। অতীতেও তাই করা হয়েছে।

জানা যায়, প্রশ্নপত্র প্রণয়নে বোর্ডের কোন হাত নেই। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশন করে অন্য বোর্ডের সিনিয়র ও অভিজ্ঞ শিক্ষক। ঢাকা বোর্ডের সচিব প্রফেসর মোখলেসুর রহমান বললেন, ভুল দু'ভাবে হতে পারে। একটি হলো প্রশ্নপত্র প্রণয়নে ও মডারেশনে এবং অন্যটি হলো প্রেসে। প্রশ্ন সিলগালা অবস্থায় বোর্ডে আসে এবং বোর্ড থেকে তা পাঠিয়ে দেয়া হয়। বোর্ডের কারও এই প্রশ্ন খুলে দেখার কোন অধিকার নেই বলে সচিব জানান।

এদিকে বুধবার সামাজিক বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে নতুন ও পুরনো বইয়ের তথ্য উল্লেখ থাকায় ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চিত হয়ে কোন জবাব দিতে পারেনি। 'ঘ' সেটের প্রশ্নপত্রে নৈর্ব্যক্তিক অংশের ১০ নম্বরে জানতে চাওয়া হয়–বাংলাদেশের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কত? পুরনো বই অনুযায়ী ৫৭ বছর এবং নতুন বই অনুযায়ী ৬০ বছর। অথচ দু'টি ফিগারই দেয়া ছিল প্রশ্নপত্রে। এ বছরের এসএসসি পরক্ষার্থীরা পুরনো বই পড়েছে যা প্রকাশ হয় ২০০০ সালের জানুয়ারিতে এবং নতুন বই প্রকাশ হয় আরও পরে। আবার ৯ নম্বর প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়–১৯৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত ছিল? প্রশ্নে উল্লেখ আছে–ক. ২ দশমিক ৩২ খ. ১ দশমিক ৯০ গ. ২ দশমিক ৩৫ এবং ঘ. ২ দশমিক ০৪। যে বই পরীক্ষার্থীরা পড়েছে তাতে আছে ২ দশমিক ১১ এবং এই ফিগারটি প্রশ্নপত্রে কোথাও উল্লেখ নেই। রাজধানীর একজন পরীক্ষার্থীর অভিভাবিকা লুৎফুন্নাহার জনকণ্ঠকে বলেন, পাঠ্য বই অনুযায়ী সঠিক যে উত্তরটি হবে সেটি প্রশ্নপত্রে উল্লেখই নেই। এজন্য কোন কোন পরীক্ষার্থী নতুন বইয়ের ফিগার দুই দশমিক শূন্য চার এবং কোন কোন পরীক্ষার্থী '৮১ সালের ফিগার ২ দশমিক ৩৫ লিখেছে। আবার ২০ নম্বর প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে–বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত? পুরনো বইয়ে এই হার দুই দশমিক ১১ ভাগ এবং নতুন বইয়ে এক দশমিক পাচ ভাগ। দু'টি ফিগারই দেয়া হয়েছে প্রশ্নপত্রে। রাজধানীর সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী সম্রাট রায় জানায়, তারা পুরনো বই পড়েছে। আবার নতুন বইয়ের ফিগারও দেয়া আছে। এখন কোন্‌টি ঠিক হবে তা বুঝতে পারছে না। পরীক্ষার হলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের ওপর বোর্ডের কোন ইনস্ট্রাকশন নেই।

গত রবিবার অনুষ্ঠিত সিলেট শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বাংলা আবশ্যিক প্রথম পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা অংশেও একটি ভুল ধরা পড়ে। প্রশ্নপত্রের ৪৪ নং প্রশ্নটিতে জানতে চাওয়া হয়েছে– 'কবর' নাটকটির রচনাকাল কোন্‌টি? প্রকৃত উত্তর বেছে নেয়ার জন্য এতে যে চারটি সাল উল্লেখ করা হয়েছে তার একটিও নাটকটির রচনাকাল নয়! প্রশ্নটির উত্তর জানা পরীক্ষার্থীকে এর উত্তর দিতে গিয়ে সংশয়ের মধ্যে পড়তে হয়। কেউ কেউ প্রশ্নটির উত্তরই দেয়নি। একজন অভিভাবক বলেছেন, এ ধরনের ভুল ক্ষমার অযোগ্য। উল্লেখ্য, এর আগের দিন গত শনিবার এ বোর্ডের ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নেও একটি ভুল পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়।

গত মঙ্গলবার ঢাকা বোর্ডের হিসাব বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ২০ নম্বরের প্রশ্নে ভুল ছিল। প্রশ্নে রেওয়ামিল দেয়া ছিল। এর আলোকে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করতে বলা হয়। কিন্তু রেওয়ামিলের একটি দফা ভুল থাকায় পরীক্ষার্থীরা উত্তর মেলাতে পারেনি। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট দিকে থাকার কথা থাকলেও প্রশ্নপত্রে তা ছিল ডেবিট দিকে। এর ফলে গোলকধাঁধায় পড়ে অনেক পরীক্ষার্থী জানা অঙ্কের হিসাবও মেলাতে সময় পায়নি। বেশিরভাগ সময় চলে যায় ভুল প্রশ্নে জবাব মেলাতে মেলাতে।

গত রবিবার বরিশাল বোর্ডের এসএসসি বাংলা প্রথম পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ অংশে '৩৮' ক্রমিক নম্বরে রয়েছে দুটি প্রশ্ন। কিন্তু '৪৮' ক্রমিক নম্বরটি উধাও হয়ে গেছে। জবাব দিতে গিয়ে পরীক্ষার্থীরা স্বভাবতই বিভ্রান্তিতে পড়েছে। ভুলের ব্যাপারে দায়িত্বরত শিক্ষকদের কাছ থেকে সদুত্তর পায়নি। কোন কোন পরীক্ষার্থী হতাশায় কেঁদে ফেলে।